যোগধায়াদেবী কলেজের ছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকা

व्यग्नभभश्जी। जाषषाद्वष । ५०५१

## আন্তরিক

Magazine sub committee:convenor

Rita Das Rina Jana Mousumi Das Manisha Chowrasia Sadhana Sharma

Magazine Secretary:

Banasree Tarafder Bulti Dey

Asst. Magazine Secretary:

Rinky Naskar

Magazine Maker & Editor:

Mampi Das

# শুভেচ্ছাবার্তা

আমরা বিশ্বাস করি যে প্রায় ২ বছর ধরে চলা অতিমারীর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ে সামিল হওয়ার অস্ত্রই হলো জীবনকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই লক্ষ্যেই যোগমায়া দেবী কলেজের ছাত্রী সংসদ প্রতি বছরের মতোই প্রকাশ করতে চলেছে বার্ষিক পত্রিকা "আন্তরিক"। প্রতি বছরের মতোই ছাত্রী, শিক্ষক ,কর্মচারীদের ভাবনায় পুষ্ট হবে এই পত্রিকা। বর্তমান সময়ের কথা মাথায় রেখে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হবে কলেজের ওয়েবসাইটে। ছাত্রীদের এই প্রচেষ্টা সফল্যমন্ডিত হোক।

শুভেচ্ছান্তে,--

ড. শ্রাবনী সরকার অধ্যক্ষা

# ॥ সম্পাদকীয় ॥

সেদিনের সালটা ছিল ২০১২ আর এবারের সালটা ২০২১। পার্থক্যটা শুধু সংখ্যার। বদলায়নি কোনো কিছুই। সেদিনের নির্ভয়া ছিল দিল্লীর আর এবারের নির্ভয়া হলো মুম্বাইয়ের। মাঝখানে কেটে গেছে নয়টা বছর। আর এই নয়টা বছরেই ঘটে গেছে কত ধর্ষণ, খুন যার হিসেব মেলা দায়। হাথরাস, কামদুনি, হায়দ্রাবাদ, কলকাতা যত নামই করি না কেন তা কম পরে যাবে।

স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষে মেয়েদের জন্য যখন নতুন নতুন কাজের জায়গা খুলে যাচ্ছে, বিশেষ করে বিভিন্ন সামরিক ক্ষেত্রগুলোর দ্বার খুলে যাচ্ছে, তাহলে কেনো মেয়েরা আজও নিরাপদ নয় আমাদের দেশে? কেন তাকে চিন্তা করতে হয় যে তাকে রাত আটটা নটার মধ্যে ঘরে ঢুকতে হবে? প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারেরা কি এই স্বপ্নই দেখেছিলেন স্বাধীনতা নিয়ে? প্রশ্নের জবাবে একটাই উত্তর আমাদের সমাজ এখনও পর্যন্ত মেয়েদের মানুষ হিসেবে দেখেনা। যার কারণে চলার পথে, কাজের জায়গায়, এমনকি ঘরের মধ্যেও মেয়েরা বিভিন্নভাবে হেনস্তা হচ্ছে যার বেশিরভাগ খবরই আমরা পাইনা। রাজ্য ও কেন্দ্র "কন্যাশ্রী", "বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও" ঘোষণা করছে কিন্তু এই নারকীয় কর্মের কোনও ইতিই তারা টানতে পারেননি। এখানেও প্রশ্ন জাগে যে মানুষ কি ছোট থেকেই এরকম মন মানসিকতা নিয়ে জন্ম নেয়, নাকি সমাজ তাকে এরকম অসুস্থ চিন্তার অধিকারী করে তোলে? আজকে সমাজে মেয়েদের নিয়ে বিভিন্ন ধরেনের নোংরা প্রচারে ও তার সাথে মদের নেশায় মানুষ আজ মানবিক মূল্যবোধ ভুলে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর একমাত্র পথই হলো এই পশুরও অধম মানুষরূপী জীব উৎপাদনকারী শক্তিকে ধ্বংস করা। আমাদের চলার পথে এই হোক আমাদের উদ্দেশ্য।

# সাধারণ সম্পাদিকার প্রতিবেদন

সাধারণ সম্পাদিকার প্রতিবেদন লিখতে বসে মনে পরে যায় পুরনো ইতিহাস। কলেজে প্রথম দিনের ক্লাস এবং আস্তে আস্তে নতুন বন্ধু, নতুন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, দিদিরা, তাদের সাথে গড়ে ওঠা নিবিড় সম্পর্ক। ঐতিহ্যমন্ডিত যোগমায়া দেবী কলেজ ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্ব পাওয়ার পর সুনিপুণভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে কিছুটা দ্বিধা কাজ করেছিল কিন্তু প্রত্যেক বন্ধু, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী ও দিদিদের সহায়তা ও আন্তরিক ভালোবাসা অনেক সাহায্য করেছে এই গুরুভার পালনে।

আমাদের AIDSO পরিচালিত এই ছাত্রী সংসদ এবার ৬৭ বছরে পা দিলো। এই ৬৭ বছরে আমরা, Supplementary Exam., Free Studentship, Student Aid Fund, ২০টি বিষয়ে অনার্স কোর্স, চিপ স্টোর, বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলার লক্ষে Science Quiz, কোভিড অতিমারী চলাকালীন আমরা Covid Home Management - এর নামে অনলাইনে Free Doctor Consultation - এর ব্যবস্থা করেছিলাম এবং অনলাইনে দেশের বিভিন্ন মনীষী স্মরণকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ও ছাত্রীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিভাগুলোকে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে Jogamaya Devi College Students' Union - এই নামে ফেসবুক পেজ খুলেছি।

এছাড়া যেখানেই মানুষ লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, অপমানিত হয়েছে সেখানেই আমাদের ছাত্রীরা এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে। অনলাইনের সুযোগ নিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন আক্রমণ এসেছে আমাদের ছাত্রীরা তার বুকচিতিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অধ্যাপক - অধ্যাপিকাদের গাইডেন্স সবসময় আমাদের পাশে থেকেছে।আশা রাখি এভাবে আমাদের ছাত্রী - অধ্যাপক - অধ্যাপিকা - শিক্ষাকর্মীদের মধ্যেকার সুসম্পর্ক আরো নিবিড় হবে।

বিগত বেশ কিছুদিন ধরে আমরা এক অতিমারীর শিকার হয়ে কার্যত গৃহবন্দী। তবুও থেমে যায়নি আমাদের শিক্ষার আদান প্রদান। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন অনলাইন কর্মসূচিতে। তাই এবারে আমাদের "আন্তরিক" অনলাইন, অর্থাৎ ইপত্রিকা।

আজকের শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক, রাষ্ট্রনায়ক ও জাতির কর্ণধার। তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়ে একদিন মহীরুহে পরিণত হতে পারে। পড়াশুনার পাশাপাশি তাদের অন্তরের বিকাশে এই সৃজনশীলতা এক সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এর ফলে ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহেরও সঞ্চার হবে এবং তাদের জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ হবে।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাননীয়া অধক্ষ্যা, প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক, ছাত্রী এবং কর্মীবৃন্দ যাঁরা এই ম্যাগাজিন প্রকাশে উৎসাহ দিয়েছেন, যাদের সক্রিয় প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রমের ফলে ম্যাগজিনটি প্রকাশিত হলো, তাঁদেরকে এবং সমস্ত লেখকদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

ডঃ শ্রীধারা গুপ্ত সভাপতি, যোগমায়া দেবী কলেজ ছাত্রী সংসদ। বিভাগীয় প্রধান, রসায়ন বিভাগ।



1) Their Words

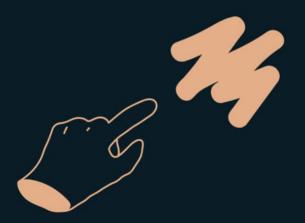
2)Bunch of Story

3)Bunch of Poem

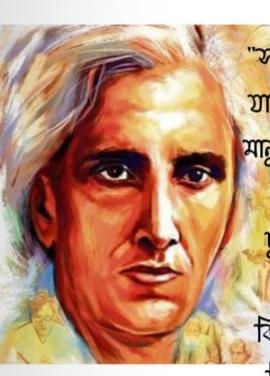
4)Photo Gallery

5)Painting Studio

# Their words







"अश्यात गाता छत्र पिल, लाल ता विष्ठू, गाता विषरण, गाता पूर्वल , उंदुशीड़िण , मातूष्ठ श्एंडि मातूष्ठ गापत जापत छात्यत छालत वन्धतांडि शिखव तिल ता, तिक्रशांग पूरअभग छोवत गाता वनतित छात्ये लाल ता अभन्न श्वापंड वन छापत विष्ठूणिरे छाविचनत तारे - गुपत वनहिंड

विष्या आमात्र वष्म? यात्त्व वातारे पिल आमात्र मूथ थूल, यत्रारे भागाल आमाव्य मात्रुष्ठत वगक्ष मात्रुष्ठत नालिय छानाणि।"

শরণ দক্র দন্তিশাধাায়

"YOU ARE UNDER NO OBLIGATION TO REMAIN THE SAME PERSON YOU WERE A YEAR AGO, A MONTH AGO, OR EVEN A DAY AGO. YOU ARE HERE TO CREATE YOURSELF, CONTINUOUSLY..."

Feynman (May 11, 1918, - Feb 15, 1988)

American theoretical physicist famous for his work

on quantum electrodynamics



প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

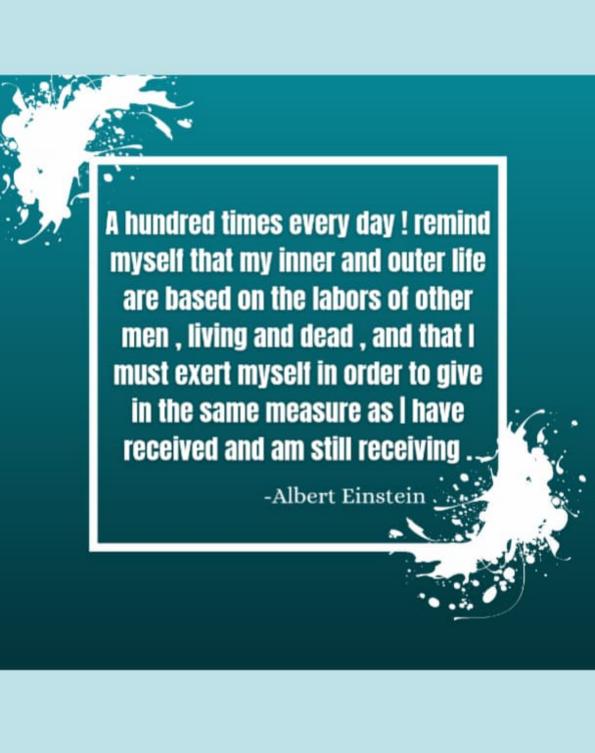
আমার মৃত্যুতে বশুদ্রির সংক্ষার ভেঙে খান খান श्यायात, त्रकाक এই সংগ্রামের পথ্যে মাজারে মাজারে যোগ দেবে দেশের বোরেরা, ভাইদের সাথে কাঁপ্র भिलिएय भावतभूकित সংগ্রামের যোগ্য ভূমিকা পালন করবে।



"মাছিগ্যিক নানাভাবে গাঁর দেশ কাল দ্বারা প্রভাবিগু হন। যখন দেশে মানাজিক আন্দোলনের ভেও গুটে মাছিগ্যিক গুখন মেখানে অবিচল খাকতে পারে না"।

मुब्ब श्रिम हन्द





'লেশক জন্মাধারণের একজন। क्नना णात्र अष्टिक्स्त्र लभात्र মরের চার দেওমালের ভিতরের সেশান একে একি ব্যক্তিম টান মত বিশি সম্ভব মানুষের ভিতরে ছিমে পড়তে মৰে।" তাঁর বারব্রস

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.

-Marie Curie

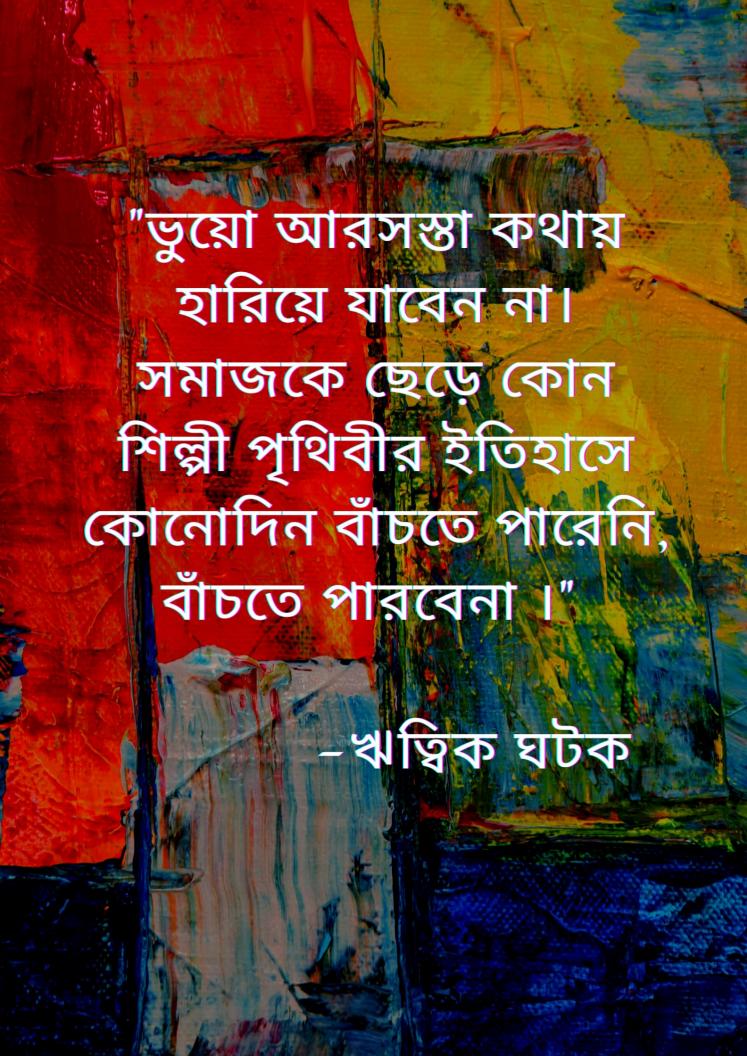






'নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, সমাজই তাকে
নারীতে পরিনত করে।'অর্থাৎ মানবশিশু মানুষ
হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেও প্রাকৃতিক কিছু
নির্দিষ্ট প্রত্যঙ্গ আর সমাজ আরোপিত নানা
আচরণ ও ক্রিয়া নির্ধারণের মধ্য দিয়েই নারীপুরুষের লিঙ্গ বিভাজন করা হয়। আর নানা
বিধিনিশেধ এর বেড়াজালে নারী প্রান্তিক হয়ে
ওঠেন। প্রান্তিক নারী হাজার বছর ধরেই 'মানুষ'
হিসেবে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

## ক্লারা জেটকিন



# Bunch OF STORIES

#### ওষুধের অসুখ

ডঃ শ্রীধারা গুপ্ত মল্লিক অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান, রসায়ন বিভাগ যোগমায়া দেবী কলেজ, কলকাতা

#### "ঔষধ খেতে মিছেই বলা"

কি?ছোটবেলার ছড়া মনে পড়ে গেল তো? আর সত্যিই তো, ওষুধ খেতে কার-ই বা ভাল লাগে! কিন্তু ভেবে দেখুন তো, রোজ হয়তো চিকিৎসার প্রয়োজনে বা কখনো নিতান্তই অভ্যাস বশতঃ আমরা নানাবিধ ওষুধ খাই। এখন তো আবার গুগুল মহাশয়ের শরনাপন্ন হয়ে আমরা অনেকেই নিজের ডাক্তারি দেখিয়ে রোগ বুঝে ওষুধ খাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিছু ওষুধ কিন্তু একদম নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে।

যেমন গ্যাস, অম্বল, পেটব্যথা, চোঁয়া ঢেকুর - একটা অ্যান্টাসিড খেয়ে নিলেই শান্তি । আর যদি বিমি বিমি ভাব হয়, সে বাড়িতেই হোক, বা বাস কিংবা গাড়িতে অনেকটা পথ যাওয়া হোক অথবা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েই হোক- কুছ পরোয়া নেহি! বাজারচলতি যে কোনো বিমি বন্ধের ওমুধ নির্দিধায় খেয়ে নি । হঠাৎ হাঁচি, কাশি, গলা খুশখশ- আরে চিন্তা নেই, অ্যান্টিঅ্যালার্জিক আছে তো, সাথে একটু কাফসিরাপ হলে তো দারুণ । এখন তো ঘরে ঘরে রোজ পা ব্যথা, হাঁটু ব্যথা, কোমর ব্যথা, পিঠ ব্যথা এবং সর্বোপরি প্রচন্ড মাথা ব্যথার সমস্যা- আট থেকে আশি, নারী পুরুষ নির্বিশেষে কোনো না কোনো ব্যথায় কাহিল । ফলস্বরূপ পেইন কিলার মুড়ি মুড়কির মতো খেয়ে চলেছি রাত দিন । আর জুর হলে প্যারাসিটামল তো আছেই, আগেই খেয়ে নি, নিয়ম করে ৬ ঘন্টা পর পর । তিন চার দিনেও যদি জুর না কমে, তখন ডাক্তার দেখানোর উদ্যোগ নি । রইলো

পড়ে হাই ব্লাড প্রেশার, হাই সুগার, হাট-জনিত অসুখ । এসব ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা সচরাচর ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ খেতে থাকি ।

সমস্যা হল, এই যে প্রতিনিয়ত নিজেরাই বুঝে শুনে এত রকমের ওষুধ খেয়ে নিচ্ছি, এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কি আমরা সত্যিই অবহিত? আসুন একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি।

ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা সাইড এফেক্ট আসলে কি? এগুলো হল ওষুধ খাওয়ার পরে এমন কিছু উপসর্গ যা অনভিপ্রেত, আকস্মিক এবং অনেকাংশেই অজানা। নানা ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমন- নাক দিয়ে জল পড়া, পেটখারাপ, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথা ঘোরা, অ্যাসিডিটি, বমি ভাব, অতিরিক্ত ঘুম পাওয়া, সারাদিন ক্লান্তি অনুভব করা, অনিদ্রা, নানাবিধ র্য়াশ, অ্যালার্জি, হঠাৎ ওজন কমা অথবা বেড়ে যাওয়া, হাত পায়ের পেশীতে টান ধরা, মাথাব্যথা - যে সব উপসর্গ খুব সহজেই অনুভব করা যায়। কিন্তু কিছু কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হানা দিতে পারে আপনার কিডনি, লিভার, হার্ট, অন্ত্র, রক্তকণিকা, লাংস্ এমনকি মস্তিঙ্কের কোষেও, ছড়িয়ে দিতে পারে আভ্যন্তরীণ ইনফেকশন। সেটা তৎক্ষনাৎ জানার কোনো উপায় নেই। আর যেদিন টের পাবেন, তখন হয়তো রোগ পৌঁছে গেছে তার চরম সীমায় যা আপনাকে মৃত্যুর মুখেও ঠেলে দিতে পারে। এছাড়াও কিছু মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা দেখা যায় যেমন মানসিক অবসাদ, হঠাৎ রেগে যাওয়া, সব কিছুতেই বিরক্তি অনুভব হওয়া, ব্যবহারের বিশেষ পরিবর্তন

আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত ওষুধ, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজেরাই খেয়ে ফেলছি, সেই সব ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে আমরা কি সত্যিই ভাবছি? আমরা হয়তো বুঝতেই পারছি না এই সমস্ত ওষুধের বহুল ব্যবহার কি মারাত্মক ক্ষতি করছে আমাদের শরীরে রাগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে গিয়ে আমরা নিজেরাই ডেকে আনছি আরোও অনেক বড় বিপদ!

যেমন অতিরিক্ত অ্যান্টাসিড খাওয়ার ফলে নানা উপসর্গ দেখা দেয় | আমাশয়, পেটখারাপ, পেশী সংকোচন, কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য, বিপাকজনিত ব্যাধি, শরীরে অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপাদন এবং কিডনিতে পাথর |

বেশী মাত্রায় অ্যান্টিঅ্যালার্জিক এবং কাফসিরাপ খেলে সবসময় একটা ঝিমুনি ভাব লক্ষ্য করা যায় | সাথে হতে পারে নানা উপসর্গ যেমন মাথা ঘোরা, গলা জিভ শুকিয়ে যাওয়া, পেটের অসুখ, বিমি ভাব, মাথা ব্যথা, মূত্রজনিত সমস্যা, চোখের নানা সমস্যা | দীর্ঘদিন মেয়াদি প্রতিক্রিয়া হিসাবে পেশীর সমস্যা, চোখে ছানি পড়া, ব্লাড সুগার বেড়ে যাওয়া, পেটের আলসার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য |

পেইন কিলার অর্থাৎ ব্যথা কমার ওষুধ বেশি খেলে অনেক রকম পার্ম্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমন- অ্যাসিডিটি, বমিভাব, মানসিক উদ্বেগ, স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া, তন্দ্রা, ক্লান্তি বিমুনি, শ্বাসকষ্ট, ত্বকের সমস্যা, কানে কম শোনা, চোখে ঝাপসা দেখা, পেশী শিথিলতা, বার বার গলা শুকিয়ে যাওয়া, মনসংযোগের অভাব, খিটখিটে ব্যবহার করা, বিরক্তি ভাব, অল্পতেই রেগে যাওয়া, মানসিক অবসাদ, কিছু পাগলামির আচরণ করা, নানারকম হরমোন জনিত সমস্যা প্রভৃতি। দীর্ঘদিন এই ধরনের ওষুধ খাওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কিডনি, হার্ট, লাংস, লিভার, পৌষ্টিকতন্ত্র এবং তা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

তবে প্যারাসিটামলের ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তুলনামূলকভাবে কম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যবাহারের ফলে অ্যালার্জি, হার্টবিট বেড়ে যাওয়া, রক্তচাপ কমে যাওয়া, রক্তজনিত কিছু সমস্যা, লিভার এবং কিডনিজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হল, এই সমস্ত নিত্য ব্যবহারের ওষুদের যদি এত মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়, তাহলে আমরা কি করবো? ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দেব? সেটা তো কোনো মতেই সম্ভব নয়।

প্রথমেই যা করা উচিত তা হল, ছোট বড় যে কোনো রোগের জন্যই সব সময় কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া নিজের জানা তথ্যের উপর নির্ভর না করে একমাত্র ডাক্তার যে ওষুধ দেবেন সেটাই খাওয়া তবে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে জেনে কখনই অসুখ লুকিয়ে রাখবেন না প্রয়োজনে রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধ-ই একমাত্র কার্যকরী এবং বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ-ই জীবনদায়ী । তাই রোগের উপসর্গ দেখা দিলেই ডাক্তার দেখাবেন, ওষুধ-ও খাবেন।

আমরা তো সবাই জানি- "প্রিভেনশন ইস বেটার দ্যান কিওর" । তাই সব থেকে জরুরী হল আমাদের প্রত্যেকের নিজেকে সুস্থ রাখা । তাহলেই বেশি ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হবে না । সুষম আহার, নিয়ম মেনে আহার, সময়ের সাথে চলা এবং প্রাত্যহিক কিছু শরীরচর্চা- এই কয়েকটি দায়িত্ব পালন করলেই আমরা অনেক রোগ থেকে বাঁচতে পারবো । ওষুধ যত কম খেতে হবে, ওষুধের অসুখ-ও নিরাময় হবে ।

#### আজীবন ছাত্র হতে রাজি

#### নীলাঞ্জনা গুপ্তা অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ যোগমায়া দেবী কলেজ,কলকাতা

স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ক্লাসে কোনোদিন বুঝতেই দেননি যে আমাদের স্যার আর প্রথ্যাত কবি– সাহিত্যিক শগ্র ঘোষ, একই মানুষ! রক্তকরবী পড়েছি ওনার ক্লাসে, অপরিসীম সেই অভিজ্ঞতা! পড়িয়েছেন পাঠক্রমভুক্ত আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেকটি, এবং তার আগে রবীন্দ্রোত্তর কবিতার একটি সামগ্রিক ছবিও এঁকেছিলেন আমাদের মনে।কিন্তু কথনোই শগ্র ঘোষ নামক কোনো কবি– প্রাবন্ধিকের লেখালেখির বিন্দুবিসর্গও সেই সব ক্লাসে উচ্চারিত/ আলোচিত হ্মনি।এমনটাই আমাদের স্যার, বিজ্ঞাপনে মুখ ঢেকে না যাওয়া একজন অনন্য মানুষ।

স্যারকে জেনেছি তিনটি পর্বে - প্রথমত,অবশ্যই আদর্শ শিক্ষক রূপে; শুধু গুণমানের বিচারে বা পাওিত্যের নিরিথে নয়,নিয়মনিষ্ঠ অধ্যবসায়ী অধ্যাপকের দায়িছে। অনুষ্টুপ নিবেদিত শগ্র ঘোষ সংখ্যায় আমার তত্কালীন প্রিয় বন্ধু লিথেছেন ও সেই কখা। স্যার, মাত্র এক ঘন্টার ক্লাসে সেদিনের আলোচ্য বিষয়টিকে পুগ্মানুপুগ্র ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণের ফাঁকেই বিগত ক্লাসে আমাদের যাবতীয় " না বোঝা " র সমাধান করতেন, প্রাসন্তিক সমকালীন অবস্থা - ব্যবস্থা র প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন এবং পরের ক্লাসের বক্তব্যের ধরতাইটুকুও এগিয়ে দিতেন।হাসিমজাও বাদ থাকতো না! আমরা স্যারের জন্য সযম্বে নিয়ে যেতাম ক্লাস্কে করে গরম চা বা জল, আর স্যার ফাঁকিবাজ ছাত্রদের থেকে লেখা আদায়ের জন্য থাইয়েছেন আইসক্রিম! নির্ধারিত পিরিয়ড পরেও চলতো তাঁর ঘরে হানা দিয়ে নাদানদের নানাবিধ অত্যাচার - লেখা দেখানো বা অন্য কিছু! স্যার এর প্রশান্ত অভিব্যক্তিতে বিরক্তি বা ক্লান্তি দেখিনি কথনো! বরং অকুষ্ঠ উত্যাহই দিয়েছেন সর্বদা।স্যারের সাথে বইমেলা যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল একবছর।সালটা বোধহয় ১৯৯৩ এর প্রথম দিক; নিদারুল থানাতল্লাশির যুগ তথন! প্রবেশতোরণে আমাকে ছেড়ে দিলেও স্যারের কাঁধের ঝোলা থেকে পকেটের রুমাল সবই খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছিলেন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী আর সেই অস্বস্থিকর সময়ে ওনার জনান্তিকে উক্তি - 'পরিষ্কার ধুতি পাঞ্জাবী বা সন্দেহমুক্ত সঙ্গীও চোর - পকেটমারের মতো চেহারার ছাড়পত্র হয় না! আমাদের সাথে এবার দ্বারপানও হেসে ফেললেন! এই মানুষের ছাত্র হওয়ার সহর্ষ গর্ব আজীবনের সম্পদ হয়ে থাকবে না,বলুন?

ছাত্রজীবন অতিক্রম করেও তাঁর স্নেহের চৌহদ্দির মধ্যেই থেকেছি আরো কিছুকাল। আমার সুথের সময়ে যেমন ওনার দস্তথত ছিল,তেমন চূড়ান্ত দুঃসময়ে এসে পৌছেছে ওঁর লেখা চিঠি। আমার কন্ট-অপ্রাপ্তি- হতাশায় সহমর্মী,এক সুহৃদের বার্তা।শান্তি পেয়েছিলাম,মনোবলও।সাক্ষাৎ বা ফোনালাপ আর নিয়মিত থাকেনি কিন্তু মাঝেমধ্যে হঠাৎ দেখায় তেমনই স্নেহময় আর শুভার্থী রূপে চিনেছি তাঁকে। ছাত্র-ভক্ত পরিবৃত ব্যস্ততার মধ্যেও দেখতে পেলে ডেকেছেন,পরিবারের কুশলসংবাদ নিয়েছেন, লেখাপড়া-পড়ানোর থবর জানতে চেয়েছেন পরম অভিনিবেশে।আমার ছোট্র মেয়ের পাশে ধুলোয় বসে পড়ে ভাব করা বা উপযাচক হয়ে এক দক্ষিণি সংগীতসংস্থার দেওয়া আজীবনের রবীন্দ্রসংগীত চর্চার শিরোপা ,প্রাপক আমার মায়ের হাতে তুলে দেওয়ায়,স্যারের মধুরতর চেহারাটি দেখেছি। পাঠকক্ষের বাইরে এই অভিভাবক সুলভ আচরণ আমার পরম প্রাপ্তি,স্যারকে জানার দ্বিতীয়

ভূতীয় স্থানে স্যারকে যথন নবরূপে আবিষ্কার করলাম তথন আমি শিক্ষকের চেয়ারে বসেছি,আমার শিক্ষাগুরুদের পায়ের নথের যুগ্যি না হওয়া সত্বেও! সাম্মানিক স্লাতক স্তরর পাঠক্রমভুক্ত রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা পড়ানোর শিক্ষ ছিড়লো আমার কপালে,বিভাগীয় সহকর্মীদের বদানাতায়। " বাবরের প্রার্থনা ",কবিতাটি ছিল এবং আছে পঠনপাঠন তালিকায়। ছাত্রদের পড়ানোর আগে নিজে পড়তে বসলাম আবারো,আর কবিতা পাঠকের অবস্থানের সঙ্গে যোগ হলো কিঞ্চিত অরুচিকর এক ভূমিকা — কবিতার ব্যাখাকার আর বিশ্লেষকের।তরত্রর করে আবার পড়লাম ' কবিতার মুহূর্ত '।তারপর? ক্লানে পড়াতে গিয়ে দেখলাম যাবতীয় ইতিহাস — ভূগোল বাদ দিয়েও কেমনভাবে মানবিক অনুভূতির নির্যাসটুকু বুবে নিল আমার মেয়েরা! আরো একবার সানন্দে, শ্রন্থায় নতজানু হলাম আমাদের প্রজন্মের প্রিয়তম কবি-অধ্যাপকের সামনে! ছারদের পড়িয়েছি দূর ইতিহাস থেকে বাবর হুমায়ুনের কথা, ৭০ দশকের উত্তাল বিপ্লবের কথা আর পারিবারিক দুশ্চিনতনীয় সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তুটুকুও।পরীক্ষায় উত্তর লিখতে হবে যে ওদের।কিন্তু আপনজনের জন্য চিন্তিত, মরিয়া এক মানুষের আর্তি ওরা কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই উপলব্ধি করেছে। জিগ্যেস করেছি,আলোচ্য কবিতা পড়ে কবির অভিপ্রায় কেমনতর বোধগম্য হলো ওদের? জানতে চেয়েছি চোখ বুজলে উত্তম পুরুষের বক্তার কেমনতর চেহারা ভেসে ওঠো! প্রায় সকলের চোখে ফুটে উঠেছিল বিধন্তর, অসহায়, চিন্তাদীর্গ একজন মানুষ। সন্তানের মঙ্গলকামনায় যার জানকবুল।সন্তানের স্বপ্লে থাকার প্রসঙ্গে করে। একটি মেয়ে বলল সন্তানের জন্য আগ্রবিসর্জনে উন্মুখ মানুষটি তার কন্ধনায় মাতুরূপে সংস্থিতা! সকলেই একমত, ইনি ধর্মে মুললমান! প্রশ্ন করি,কেন মুললমান পিতার জবানি ব্যবহার হলো মনে হয়? আমার মেয়েদের জবাব, অর্থনৈতিক–সামাজিক – শিক্ষাগত বিচারে প্রান্তিক হওয়ার দর্জনই অসহায়তা যে বেশি

চোখের সামনে সেদিন খুলে গেছিল এক বিপুল সম্ভাবনা! মহান সৃষ্টির আবেদনে সাড়া জাগবেই! একাকী গায়কের নহে তো গান, তেমন মুদ্রিত কবিতাও একক কবির সম্পদ থাকে না,হয়ে ওঠে পাঠকের বা রসিকের|সাহিত্যচর্চার চৌকাঠে ভীরু পদক্ষেপকারিণী ছাত্রী দের চোখ দিয়ে কবি শঙ্খ ঘোষেরঅতল সংবেদনশীলতার এক ভিন্নতর মাত্রা আবিষ্কার করলাম; নতজানু সেই বিনীত অবয়বে নিহিত কবিত্ব প্রতিভা শুধু দেশ কাল উত্তীর্ণ নয়,লিঙ্গ পরিচয়হীন মানবিকতার প্রতিমূর্তি। আমার মাস্টারমশাই।।

এর পরেও বলা যায়, মুগ্ধ-অন্বেষী পাঠকের দৃষ্টিতে , কবি- প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষের মহাগৌরবের আসনটির কথা!কিন্ত সূর্যের আলো কে কি জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে?

#### শরোনামটি বন্ধু অচ্যুতের কবিতা থেকে।

## April Fool

- Hey Rahul. What's up?
- Don't say like this. I'm getting bored man.
- That's right. This bloody lockdown is taking all out of me.
- Hmm, all.
- Hey, do you see the notice of the result?
- I'm, but I think it's fake cuz our got damn university will not work in this time.
- Yes, they got a vacation to spent.

From behind Aparna's voice comes asking Rahul "Who's on the phone?" He answered that it is Rishabh. Aparna asks Rahul to handover the mobile as she wants to talk to Rishabh's mother and Rahul agreed.

- Hey, how do you do?
- I'm fine. What about you?
- From the blessings of almighty, everything is okay but only maid isn't coming.
- Oh! Then you are really in problem. I told my maid to come after lockdown.

- Oh, then can you please tell your maid to visit me after this lockdown?
- Okay. But you've Sabira...
- Yes, but she is a faultier. I don't like her work.

Upto this can be heard when Aparna is leaving the room.

Rahul and Rishabh are best friends from school and it still continues upto their college. Their friendship leads to have a good relationship between their parents.

Rahul is the only son of Aparna and Ramesh. Ramesh is a high payed central government employee. Having such a good financial condition, Aparna and Ramesh are narrow minded persons. They sometimes indirectly rob like cutting out payments from their maids.

One of her maids is Sabira, Sabira Khan. According to religion, Sabira belongs to Muslim community which is one of the causes of her dissatisfaction for Aparna. She sometimes pays her half salary for minimal faults.

Sabira is twenty-five years old, has a girl who goes to school and a husband working in a far away state as a labour. He visits once in four months but send some part of his income to his family. Notice of submitting school fees of her child had already came but she has nothing like that much of amount in hand. Everything is closed, so, she isn't getting any way to collect the money other than asking her owner to pay her salary after joining. But this has no confirmation. On the other hand, neither her husband nor any cash help is coming from his side. All these thoughts lead her towards frustration and days are passing by.

Here, in Aparna's family, both Aparna and Ramesh are in favour of demanding salary from government during this lockdown. A hot discussion is going on nearly everyday on this topic between Ramesh and Aparna and Rahul and his pet dog are their only audience.

Days are passing by and at last lockdown ends. Next day, Sabira goes to Aparna's house and Aparna after seeing her is like "What is she doing here now? Doesn't she know that I've already fired her?" But she says nothing to Sabira. She just says, "Lets work for today as you've already come". From this Sabira has already guessed that today is the last day of her work. So, she decides to ask about her salary at the end of her work.

After working and helping Aparna in different works, she says "Madam, can you please pay me this month's salary?"

"What salary?" says Aparna rudely.

- Madam I haven't got paid the previous month's salary.
- You haven't come in previous month Sabira. And above all, I'm going to fire you from work, you're unsuitable. Today, you've already arrived and I've a lot of other tasks to do. So, I didn't say anything previously. Thanks for your help. You may leave.
- But madam, I have many obligations to fulfil, I have a child whose school fees submission is on the door. Please madam. Help me.
- Huh. Don't show me your crocodile tears. I know people like you who have no work other than cash craving. Go away you bloody maid. Leave my place. Just get out.

Sabira is leaving with tears and frustration with no way in hand to resolve her problems.

During her leaving, Ramesh is talking in phone, "You see, this is my trick. April fool doesn't need the month's first day. It just needs the month". Pause. "Oh, thank you, thank you".



# || प्रायाव काकू ||

অরুনিমা সরদার সেকেন্ড সেমিস্টার ইংলিশ অনার্স

বিট্রু ক্লাস টু-এর একটি ছোট্ট ছাএ। আজ বিট্রুর স্কুলে আসতে ভীষন দেরী হয়ে গিয়েছিল। যখন বিট্রুর বাকি বন্ধুরা স্কুলে পৌঁছে গেছে, তখনও বিট্রু স্কুলে আসার জন্য বাড়ি থেকে বেরোতেই পারেনি। <mark>যাইহোক কোনোমতে মায়ের সাথে ছুটতে ছুটতে স্কুলে পৌঁছে দেখে স্কুলের গেট বন্ধ হয়ে</mark> গেছে। বিট্টু ভীষন হতাশ হয়ে পড়ল। বিট্টুর মা তো প্রায় রেগে লাল হয়ে গিয়েছে। ভীষন বকাবকি করছে বিট্রকে, বিট্র তো প্রায় কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। কান্নাকাটির শব্দ শুনে স্কুল গেটের দাঁড়োয়ান বাইরে এসে দেখে বিট্টু কাঁদছে। দাঁড়োয়ান কাকু বিট্টুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কী হয়েছে বিট্রু বেটা কাঁদছ কেনো?'। বিট্রু উওরে বলল, ' দেখো না কাকু আজ স্কুলে আসতে দেরী হয়েছে বলে মা আমায় ভীষন বকছে।' দাঁড়োয়ান কাকু মুচকি হাসি হেসে বলল 'পাগল বেটা আমার,একটুও দেরী হয়নি তোমার স্কুলে আসতে। চলো এবার নিজের ঘরে গিয়ে বসবে চলো।' দাঁড়োয়ান কাকু বিট্রকে খুব ভালোবাসে,স্কুলে বিট্রর সবচেয়ে প্রিয় খেলার সঙ্গী হল ওর দাঁড়োয়ান কাকু। আজ যে বিট্রু দীর্ঘ একমাস পর স্কুলে এসেছে। মাএাতিরিক্ত গরম থাকার দরুন স্কুল ছুটি ছিল। সেকারনে এই একমাস বন্ধুদের সাথে দেখা না হওয়ায়,বিশেষ করে তার দাঁড়োয়ান কাকুর সাথে দেখা না হওয়ায় বেশ খানিকটা মনমরা হয়েছিল বিট্টু। তাই দাঁড়োয়ান কাকুর দেখা পাওয়া মাএই তার মন আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রোজ টিফিনের সময় স্কুলের মাঝখানে থাকা মস্ত বড়ো কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে বসে বিট্টু তার দাঁড়োয়ান কাকুর কাছ থেকে নতুন নতুন গল্প শুনত আর খেলা করত। সেদিন স্কুল ছুটির পর বিট্টু সারা স্কুল খুঁজেও তার দাঁড়োয়ান কাকু কে কোথাও পেল না। রোজ যে সে তাকে বাড়ি যাওয়ার সময় বলে যায় 'কাকু আসছি'। আজ তো সে নিয়মের অমান্য করার কথা নয়,তাহলে তার কাকু কোথায়? এইসব ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যে একরাশ দুঃখ নিয়ে স্কুলের গেট টা যেই মুহূর্তে অতিক্রম করল তখনই বিট্টু দেখল স্কুলের একজন মাস্টারমশাই তাকে রাস্তার ওপাশ থেকে ডাকছে 'বিট্টু শিগগিরি এদিকে আয় তোর দাঁড়োয়ান কাকু কে যে একটা লরিতে ধাক্কা মেরেছে,বারবার তোর নাম করছে, হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে তাড়াতাড়ি আয়'। কথাটি শোনা মাএ বিট্টুর মনে হল যানো পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ তার আশ্রয়ে আশ্রিত হয়েছে। রাস্তায় আসা গাড়িগুলোর গতিবিধি না লক্ষ্য করেই বিটু দাঁড়োয়ান কাকু বলে চেঁচিয়ে উঠে ছুটতে লাগলো কিন্তু তখনই সামনে থেকে আসা একটি বাস তার ছোট্ট শরীরটিকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে চলে গেল। শেষ নিশ্বাসটা ত্যাগ করার সময় বিট্টু শুধু বলল, 'কাকু তুমি ভালো আছো তো?' আর তারপর! তারপর ধীরে ধীরে বিট্টুর ছোট্ট চাঞ্চল্যকর হৃদয়টা স্থির হয়ে গেল আর সাথে সাথে তার দাঁড়োয়ান কাকুরও হৃদস্পন্দন থেমে গেলে।

#### A TALE OF AFFINITY

#### SURASHREE DAS

It was 12:00pm. Shanaya broke her nap as the flight landed on the firm runway of Indira Gandhi International Airport. She dusted her red tunic as she got up to pull off her bag from hand baggage compartment." I have landed safely Mumma. Will Call You Back once I reach Jubilee Hall"; Shanaya disconnected her phone as she stepped out of the airport with her two bulgy brown suitcases. The City Of Delhi; basking in the garish sun shine; seemed like it was ready to embrace Shanaya with all its heart. Shanaya booked an Uber and made herself comfortable on the black pulpy seat with her one arm on the interior door handle and the other above her right knee. As the uber kicked off ,Shanaya looked out of the rear window glass through her black goggles beholding the flights taking off high above just as her childhood dreams were about. Yes, indeed her dreams finally got its wings when that one call from Delhi University; "You are selected to pursue your Masters Degree from here, you may join by the end of March" - filled her ears. She sank in the whirlpool of her childhood struggles, happy memories ,sad memories,traumas and everything that brought Shanaya close to her ambition. Shanaya stood in front of the long yellow gate; stupified, gazing at the building she always wanted to enter as a student. A bunch of freshers, all crisp and ready to blossom, were loitering around the compound; confused and happy at the same time. After a long queue, Shanaya finally got her hostel room number from the lanky, bearded man at the counter - Room 304 of Jubilee Hills. "Hi, I am Kavya" said a girl of her height with short hair, appealing voice, as Shanaya entered her "new home". There were three other girls, unpacking their luggages on their respective self chosen beds who greeted her too with a glace 'hello." Hey. This is Solanki from Manali, this is Pearl from Goa and this is Raveena from Mumbai"- Kavya took the responsibility of introducing her roommates to the 'timid' new addition. "Hello, I am Shanaya Mathur from Kolkata" - Shanaya acquainted with the girls as she pushed her luggage with her palms on the upper berth of the right double bunk bed. Shanaya approached Solanki, the cute oppulent girl with long hair and geek glasses, ; the moment she got to know that they shared the same department- Psychology. Pearl And Raveen shared the zoology department while Kavya, the 'full of life, extravert personality' girl was there to pursue Masters in Geography. The pages of the calender started turning and five complete strangers slowly started getting closer.

At a place amidst a hostel full of anonymous faces being splitted from 'home' it was not easy to sail through, but these five never failed to drape each other in a curtain of comfort on the lonely nights. The five young fellows soon became the Man Friday to each other. From bunking classes together, from fighting like infants to taking care of each other like octogenarians, they shaped into what Enid Blyton termed as "The Famous Five". If one fell ill, the other four were always up for anything perilous just to cure her. If one became happy, the other four became even happier. As the famous Lebanese writer Khalil Gibran once said" Friendship is a sweet responsibility; not an opportunity ". These Famous Five (s) genuinely became an epitome of the quote. Everyday, before leaving for their respective classes, these Five compeere used to share a warm group hug. It was the end of November. The slushy winter had already enclasped the city. Few Hostelites, started feeling the warmth of their mothers and grandmothers once again through the handwoven homemade sweaters, after days. "Shan, see there" - Raveena pointed at the notice board where the announcement for the

'INTER DEPARTMENTAL COMPETITION' had been up. Putting their gloved hands inside their jacket pockets, they went near the notice board. It said Dear Students The Inter Dept Competition is here. 10 student from each department will be selected to form the respective teams for the completion. The audition will be held on 4th December. The events to be conducted are Recitation, Dance, Music, Drama, Swimming, Cycling, RaceGear Yourself Up Students.

Shanaya tugged Raven 's sweaty hands and sprinted to their rooms to inform the other three sleepyheads about the grand eventWhile Shan And Rav Bumped on the backs of Pearl and Kavya; Solanki the innocent chirp startled up to the hoarse scream of the four. The audition went well. All five of them got placed in their respective teams. The rehersals and practices commenced within a week of selection. The day long rehersals and the instructions of not leaking out team strategies started shortening their conversations and meetups. The only two words that still remained a routine were 'Good Night'4th January - The date when the Inter Department Competition finally commenced. Bit by bit, all the students, the best of pals turned into the worst of rivals. The inter Department trophy became the most embellished and desired ornament of the college. From sleepless nights to rehersing at 4 in the morning; even the fresh friendships started fading away. The unforeseen rat race did not spare the college's most beloved "Famous Five" (s) While Pearl and Raveen started sharing the same bunk, Solanki and Shanaya kept buzzing within themselves . Kavya, being alienated , half of the time did not even return to the room. Days passed with this draconian atmosphere.

Finally it was the most awaited day for the Famous Fives - The Day Of The Dance Competition . Solanki and Shanaya were representing their department opposite to Raveena who teamed up with another fellow of her department. "Are you ready?" Shanaya asked Solanki as she draped her golden shimmery dupatta around her waist."Yup,I am. Let's go" - Solanki walked out from the green room fixing her false braid with her ornamented palms. They were about to perform a fusion of Bharatnatyam And Kathak, which they were rehearsing day and night since they got selected. The auditorium was filled to the brim with noisy officius ecstatic and euphoric crowd. Screams, shouts, whistles and claps echoed through the whole auditorium. Flags ,banners , balloons, poppers fluttered in the air. The enraged facial expressions of the three judges sitting right in front of the stage reflected how badly they wanted to leave!! Kavya and Pearl entered the auditorium, without even smiling at each other; cheering for their respective department. "We need to win this" - Solanki cheered her tensed partner as they stood by the wings, waiting for the announcement. Both of them entered the stage after the dance recitals of the English and Geography department. They bowed the judges folding hands; and as they were about to start; two familiar whistles and claps reached their ear along with a hoarse "COME ON". Yes, it was Pearl and Kavya who unconsciously did that for their "once upon a time soul sisters"; but backed off as soon as they realized that they were amidst a bunch of jawdropping faces of their own department staring at them in an utter shock. Solanki and Shanaya moved their feet on the beats of the Carnatic version of Shape of You; and as they gave their final posture, the judges stoop up along with the 100s of pupils with their mouth opened in the shape of "o" and with their palms hitting each other. It was a grand success. It seemed like their months of hardwork finally paid off. "Its time for the Zoology Department to showcase their Dance Talent" - the wide shouldered host in his Red Shirt and Black Blazer announced with his blaring voice. Shanaya and Solanki waited outside the wings holding hands as Raveena and her mate entered the stage. The music started. Raveena started dazzling on the stage with her graceful moves and rapid feet movements. Her spins and bold steps were already winning the hearts just when......Thud! A hush fell in the electrified atmosphere. Everyone stood there stupified. It was just Raveena's gut wrenching painful scream that annexed the whole auditorium. She sat there, on that very stage tightly grasping her right foot while Kavya Shanaya Solanki And Pearl tried to stop the intensive bleeding with their hands and clothes. Assuredly, everyone in the auditorium gazed at the whole scene when Raveena fell with a thud, but there again her four "favorite competitors" without

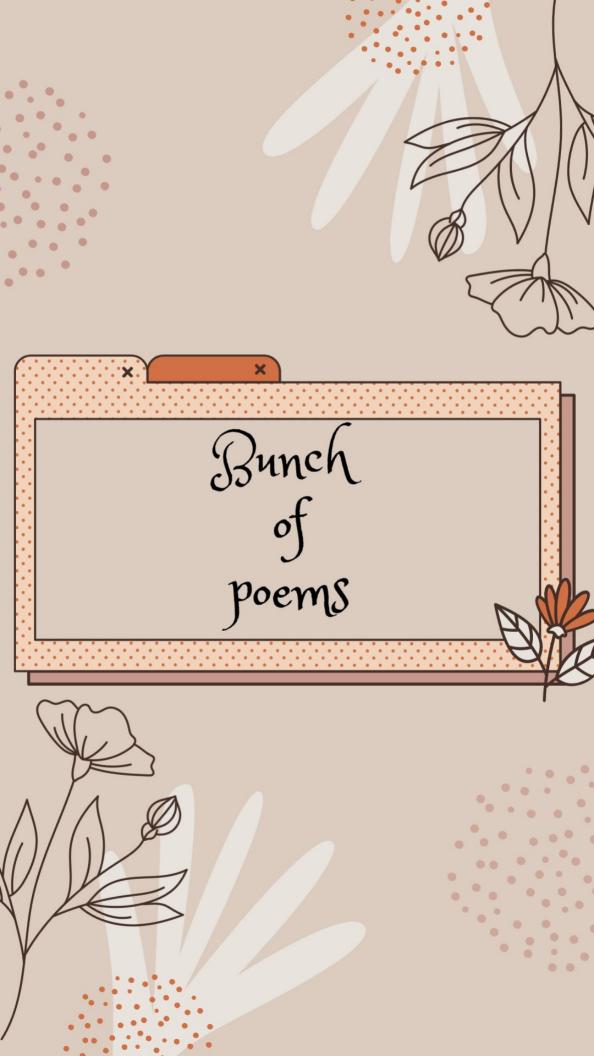
even thinking for a second rushed on the stage and embraced her with their arms. Shanaya opened her dupatta from the waist and tied it around her feetKavya Pearl held her up and moved out of the stage while Solanki sprinted to bring the medical staffs. They fed Raveena with her favorite Pan fried Momos of the college canteen and they uttered those magical six words which Raveena had been waiting for so long to hear again; "We Are With You. Don't Worry. "Shanaya and Solanki were declared the winners of The Dance Competition. Well, None of the departments of "Famous Five"s lifted the Inter Departmental Trophy, but friendship did win above all.

# "FRIENDSHIP ISN'T A BIG THING - ITS A MILLION LITTLE THINGS" - PAULO COELHO



A mirage of memories from Shanaya's album ......

Art by-Kojagoree Ghosh Second Semester Geography Honours



### Alleys of Memory

#### Rituparna Mukherjee, Professor, Department of Communicative English

Memory is an ambivalent thing.

Like a summer fruit punch,

The effervescence of made up childhood

Floats to the top,

Fills most of the glass,

In pretty colours.

The dense truth lies submerged.

No one looks at it,

And even if one does,

One wonders what darkness

It belies in its green depths.

I ventured into a memory

In the few remnants of sleep

When ambient noises had awakened

I tried to recall the kind faces

Of friends and teachers,

Who I have proclaimed

Have shaped my life with

Their enduring friendship.

While the green darkness

Inside of me,

Looked on, amused.

Today it decided to hold my hand,

Beckon me to the truth

Of a socially awkward child,

Who changed colours every waking hour,

Wishing to find a true colour,

To mingle within the rainbow

Of friendships,

To blend in,

Not standout.

I realized the silent hostility And wonder of those faces. I see on my phone screen, Glorious in their comely lives, And wonder, What if i had blended in, Would i have opened my arms To the world? Could my eyes have seen The unshed tears Of so many like me Plagued by a desire for acceptance? Would i have been filled By their gullible love, In a silent understanding?

In a way, I'm grateful
Childhood happened the way it did,
It took longer to shed my morbid skin,
To stand out spectacular,

Unkempt, messy and proud,
And while memory
Still paints life in rosy hues,
I'm glad they hold
A deep sea under.

#### প্রাক্তন

গীতাঞ্জলি দাস সেকেন্ড সেমিস্টার ভূগোল (অনার্স)

তার আসার সময় হয়নি বুঝি এখনো শেষ হতে দেরি বুঝি অপেক্ষার খাতা ভরা চিঠি লেখা আছে কিছু বাকি কত রাত জাগা বাকি প্রতীক্ষার চাঁদ দেখে তারা গুনে বেঁধে রাখছি সময় যেন মিলানো বাকি কত হিসেব না পাওয়ার জোনাকির যদি পথ ভুল হয় কখনো ফেরা মানা হয় যদি এক পথে বারবার কাটাতে চাই অন্য আরেক জীবন থাকবে না কিছু পিছনে ফিরে চাইবার জীবনের খাতে ভেসে যাবো আরও দূরে. তোমার গান যেথা বাজবেনা মোর সুরে



Musings of the Megalomaniac

> Tithi Bose 2nd semester Botany Honours

IMMORTAL, THIS MELODY IS THAT FLOWS IN ME
THE FURORE IT BRINGS TO MY MIND, AS I PERCEIVE HER
IT HELPS ME BE ME AND TO BE
ONE WITH THE SOUL, THE HUMS AND THE MURMUR

SO SOOTHING IT IS, LIKE NO MATERIAL OF MAN
AS THOUGH GOD'S VOICE HIMSELF, EVEN ENRAPTURING
AND, MY FRIEND, YES IT CAN
BRING PLEASURE, PRODUCE BEAUTY, BIZARRELY
CAPTURING!

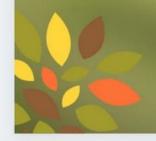
TINGLING AT MY VEHEMENCE
AS I IMMERSE MYSELF IN IT
BUT I'VE LOST ALL PATIENCE
FORGOTTEN RESPONSIBILITIES, THE JACKPOTS I HAVE TO
HIT!

ALAS! SOMETHING SO BEAUTIFUL WAS NOT TO BE FOUND BY THE GREEDY, WORLDLY MEN, UNABLE TO FEEL SOMETHING SO PROFOUND.

### বাস্তব রাজ্য

সংগীতা ঘোষ সেকেন্ড সেমিস্টার দর্শন (অনার্স)

ভাবনার রাজ্যে যন্ত্র চালক আধুনিকতার ধারায় নীল আকাশ আজ ঢেকে যাচ্ছে দৃষনের কালো ধোঁয়ায় মাছ গুলো সব ভেসে যাচ্ছে কালো জলের ভেলায় পশুরা সব হেরে যাচ্ছে বন উজাড়ের খেলায় প্রকৃতি যেন হারিয়ে গেছে নিজ সৃষ্টির তলায় মানুষ আজ জয়ী হয়েছে আধুনিকতার ভাষায়।





#### LOCKDOWN

Aheli Duttagupta Second Sem, Sociology (Hons.)

"Lockdown" the word is indeed much harsh than it sounds, but I should thank the Almighty ......

as due to the lockdown phase I understood who actually cares for me ......"

Said the old man taking his last breath in the same old age home, where my dad left my grandparents a decade ago.





HOW DO YOU EVER DISCOVER PEACE? WE SEARCH FOR IT IN PLACES WE DON'T REMEMBER, WE BEG FOR IT FROM PEOPLE WE DON'T CARE ABOUT. WE CHOOSE TO SUFFER TO EVEN GET A HINT OF PEACE THAT WE CAN GRAB ONTO FOR AS LONG AS WE CAN AND WHEN AT NIGHT NOTHING FALLS INTO PLACE, NOTHING HURTS MORE THAN IT ALREADY DID, WE REALISE, PEACE, COMES FROM WITHIN.



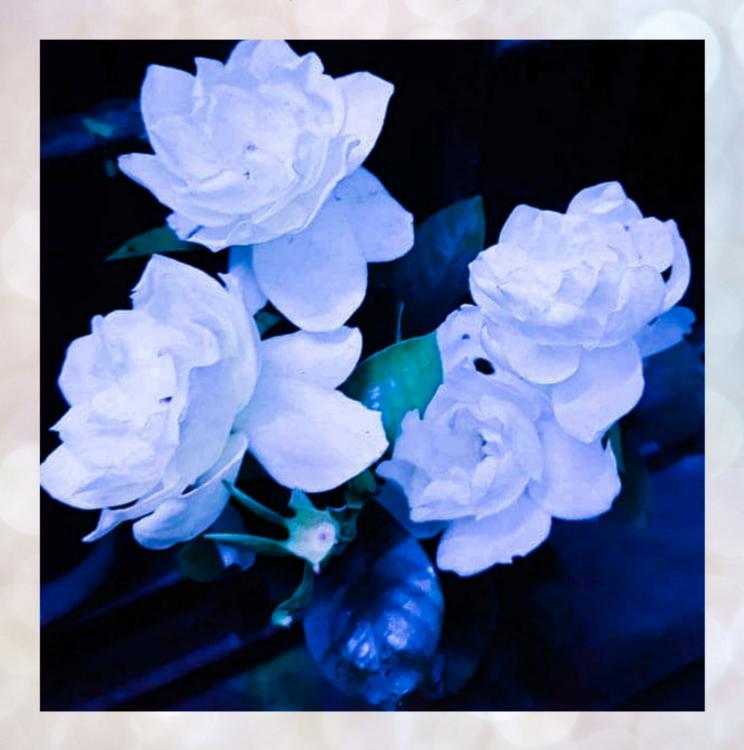
MEGHOSHREE SENGUPTA
SECOND SEMESTER
SOCIOLOGY(HONS)

# মেঘ বাড়িতে দিলাম পাড়ি



Rohini Chatterjee Second Semester Zoology(Hons)

#### BLOSSOM



Pooja Naskar Second Semester Geography(Hons)

#### আধুনিকত্বের ছোঁয়ায় হারিয়েছে শৈশবের দিন,সবুজে সবুজে মিশে হারায় যেমন জলফড়িং....



Arunima Maity
Second Semester
B.com (G)

# GIVE LIGHT. AND PEOPLE WILL FIND THE WAY



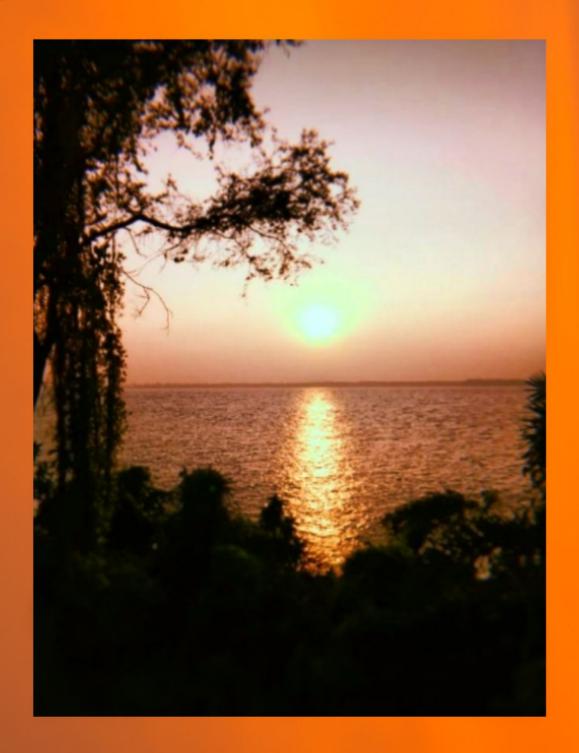
Tithi Bose Second Semester Botany(Hons)

#### তুমি সাঁঝের বাতি ধরেছো বলে,চোখ মাতানো আলো,সাঁঝের বাতি নিভলে বুঝি অন্ধকার ভালো।



MAMPI DAS
SECOND SEMESTER
GEOGRAPHY (HONS)

# SUNSET IS THE OPENING MUSIC OF NIGHT



Antara Karmakar Second Semester Geology(Hons)

#### আজি আকাশে বাতাসে কানাকানি, জাগে বনে বনে নব ফুলের বানী।।



Rupsha Naskar Second Semester Geography(Hons)

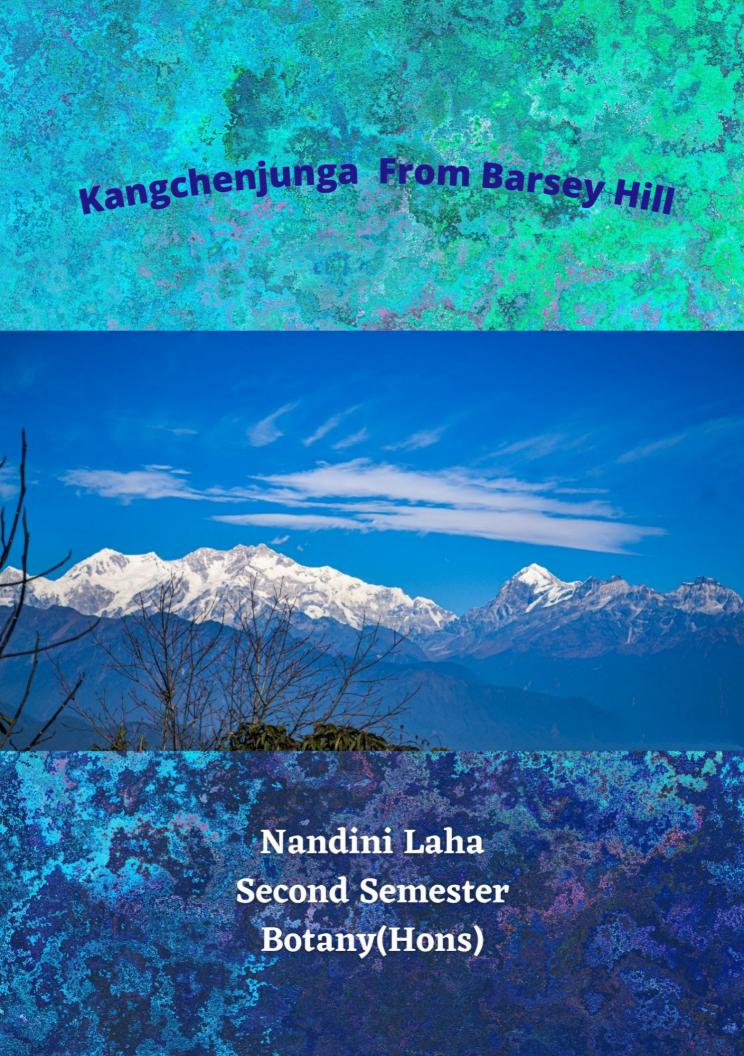




Shreyoshi Mondal Second Semester Geography(Hons) সকালের সূর্যমুখী,রাতে তুমি কেন দুঃখী।তুমি যদি থাকো দুঃখী,আমি হই কি ভাবে সুখী।সকালের সূর্য মুখী.....



Rimi Sardar Second Semester Geography (Hons)



#### হলুদ জবা



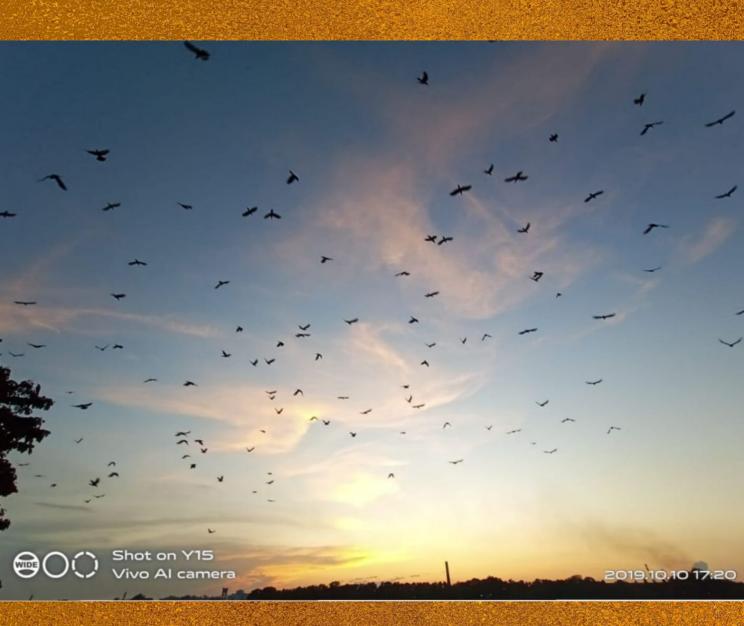
Priya Saha Second Semester Geography(Hons)

# GARDEN COSMOS



Baidika Biswas Second Semester Geography(Hons)

## ||দিগন্ত||



Titir Majumder Second Semester Geography(Hons)

#### Fallen trees, standing silently. Keep them alive, every moment is lost.



MAMPI DAS SECOND SEMESTER GEOGRAPHY (HONS)





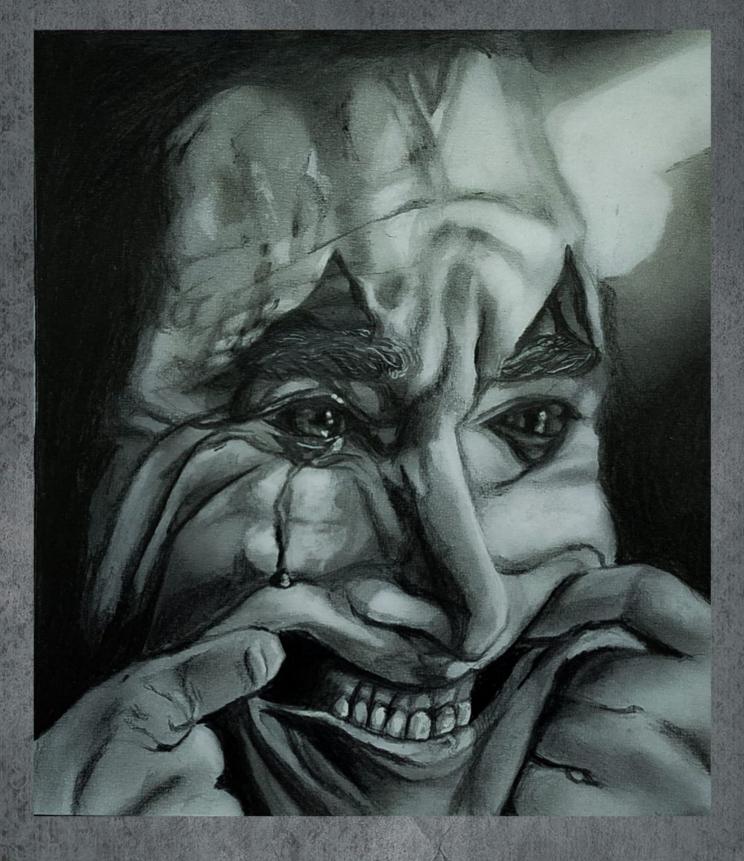
Anwesha Roy Second Semester B.com (General)



Mampi Das Second Semester Geography(Hons)



NANDINI LAHA SECOND SEMESTER BOTANY (HONS)



KOJAGOREE GHOSH SECOND SEMESTER GEOGRAPHY (HONS.)



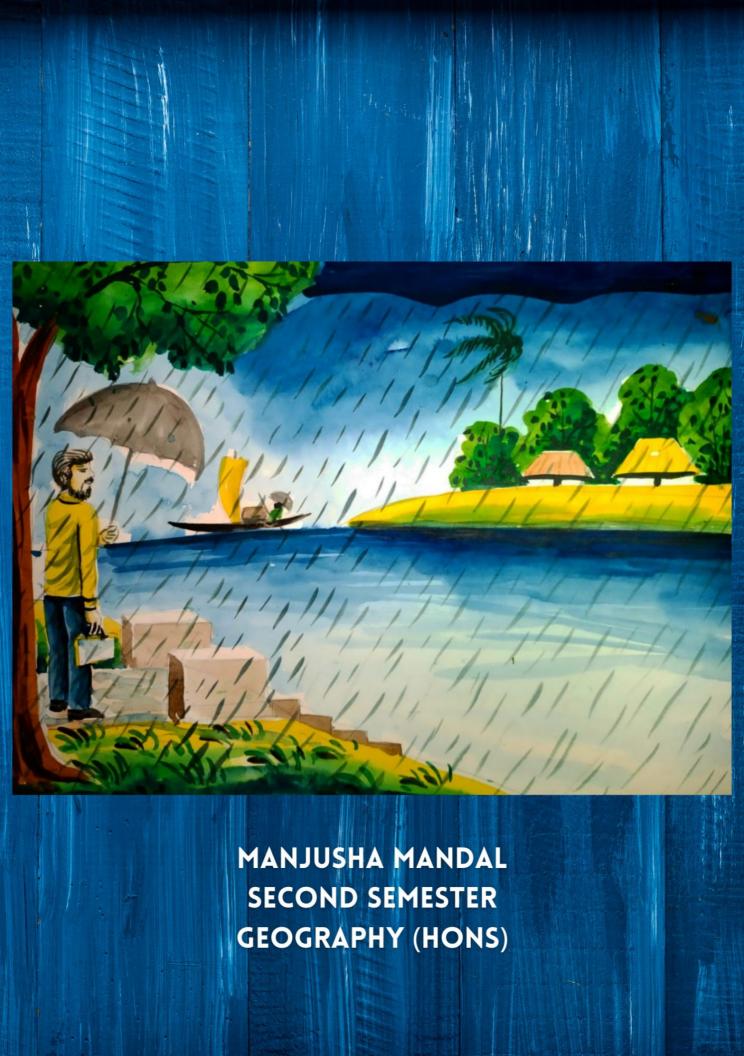
Tithi Bose Second Semester Botany(Hons.)

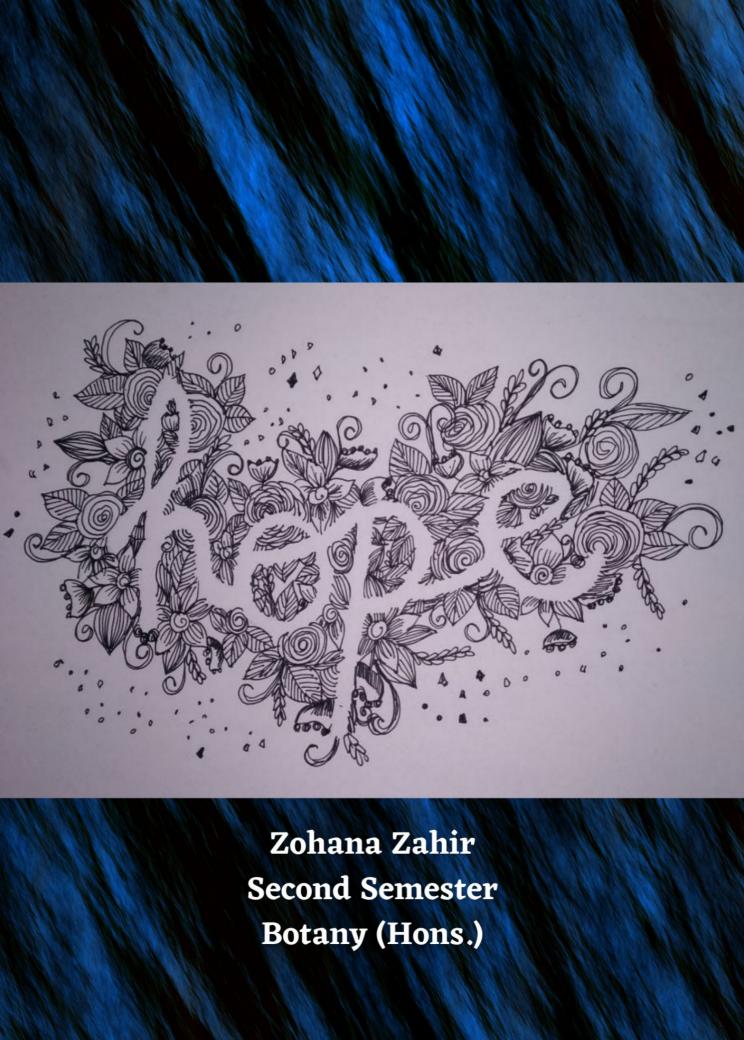


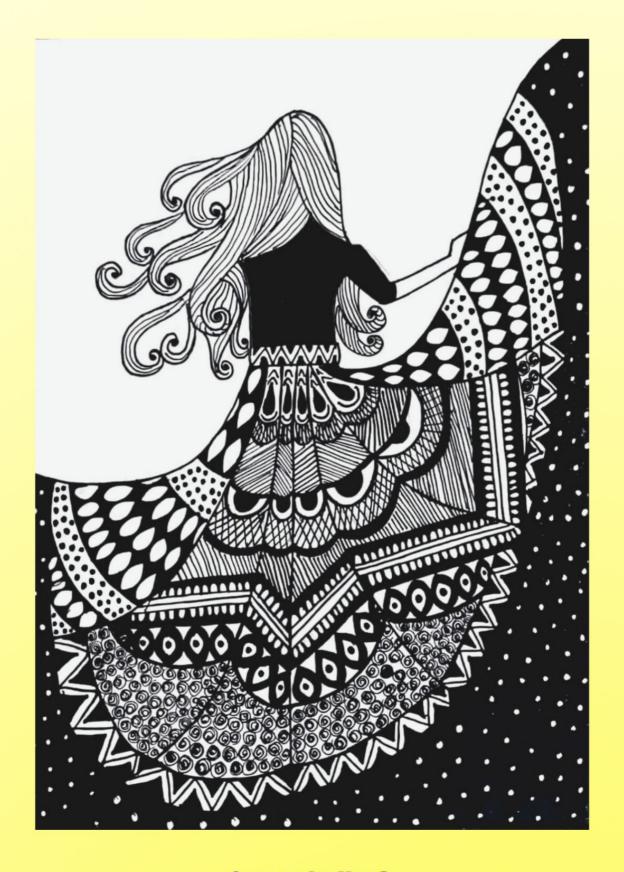
Poushali Paul Second Semester Zoology(Hons.)



Antara Karmakar Second Semester Geology (Hons)







Swagata Kesh Second Semester Accounts (Hons)



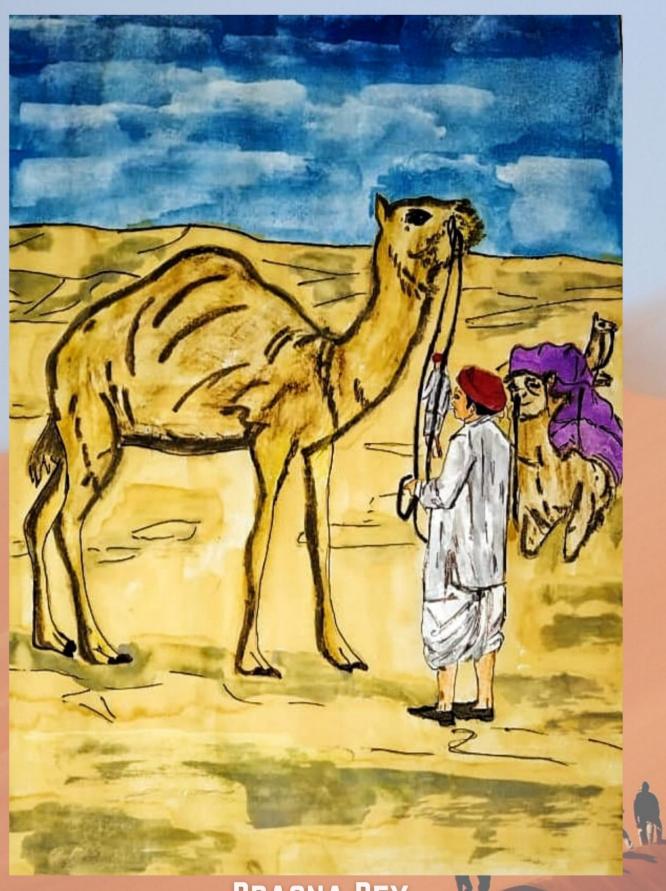
Titir majumder Second Semester Geography (Hons.)



Shreyoshi Mondal Second Semester Geography(Hons.)



Dipannita Das Second Semester Geography (Hons)



PRAGNA DEY SECOND SEMESTER SOCIOLOGY (HONS.)







